নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

বিনা চিন্তা ভাবনায় দিয়ে দাও বাছারা। কিছু অর্থের খুবই প্রয়োজন। আমার এই ক্ষুদে চ্যালাটির খুবই খিদে সব। সময়ই ওকে খাবার জোগান দিতে হয়।
আমার খুব খিদে পেয়েছে!
দু চার টাকা দিয়ে দে, নন্টে আর ফন্টে।
আমরা কেন দেবো? উনি তোমার কাছেই বাছা, বৎস বলে চেয়েছেন। তুমি দাও।
ফন্টে তো ঠিকই বলেছে, কেলুদা।
সবসময় আমার কাছে ক্যাশ থাকেনা সেটা তোরা জানিস তো। টাকাটা আমার হাতে দে।
তোমার ডায়ালগটা পাল্টাও তো কেলুদা! অন্য রকম কিছু ঝাড়ো। দে, নন্টে, তিনটে কয়েন দিয়ে দে!
এই নিন তিনটে কয়েন।
দাও। খুব উপকার করলে, তোমরা। তবে যেওনা, দাঁড়াও।
দেখো, বৎস, কেলুরাম, আর সঙ্গে তোমরাও। আমার হাতে তোমাদের দেওয়া তিনটি মুদ্রা। এবার দেখো—
জয় জয় মাগো আশিস তোরা হাতের মুদ্রা দ্বিগুন করো- দ্বিগুন করো!

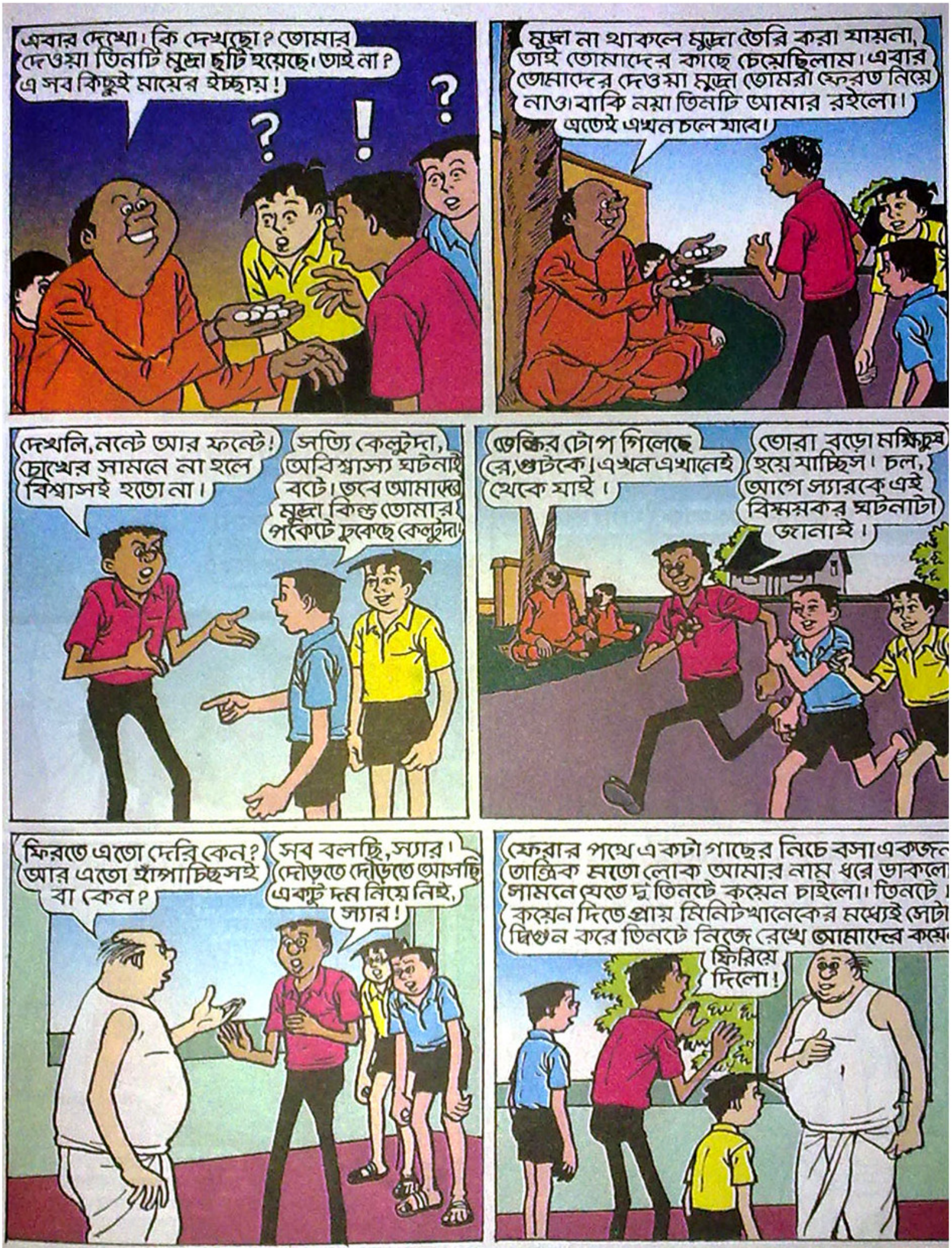
এবার দেখো। কি দেখছো? তোমার দেওয়া তিনটি মুদ্রা ছটি হয়েছে। তাই না? এ সব কিছুই মায়ের ইচ্ছায়!
? ! ?
মুদ্রা না থাকলে মুদ্রা তৈরি করা যায়না, তাই তোমাদের কাছে চেয়েছিলাম। এবার তোমাদের দেওয়া মুদ্রা তোমরা ফেরত নিয়ে নাও। বাকি নয়া তিনটি আমার রইলো। এতেই এখন চলে যাবে।
দেখলি, নন্টে আর ফন্টে! চোখের সামনে না হলে বিশ্বাসই হতো না।
সত্যি কেলুদা, অবিশ্বাস্য ঘটনাই বটে। তবে আমাদের মুদ্রা কিন্তু তোমার পকেটে ঢুকেছে কেলুদা!
ভেল্কির টোপ গিলেছে রে, গুটকে। এখন এখানেই থেকে যাই।
তোরা বড়ো মক্ষিচুষ হয়ে যাচ্ছিস। চল, আগে স্যারকে এই বিস্ময়কর ঘটনাটা জানাই।
ফিরতে এতো দেরি কেন? আর এতো হাঁপাচ্ছিসই বা কেন?
সব বলছি, স্যার। দৌড়তে দৌড়তে আসছি একটু দম নিয়ে নিই, স্যার!
ফেরার পথে একটা গাছের নিচে বসা একজন তান্ত্রিক মতো লোক আমার নাম ধরে ডাকলো। সামনে যেতে দু তিনটে কয়েন চাইলো। তিনটে কয়েন দিতে প্রায় মিনিটখানেকের মধ্যেই সেটা দ্বিগুন করে তিনটে নিজে রেখে আমাদের কয়েন
ফিরিয়ে দিলো!

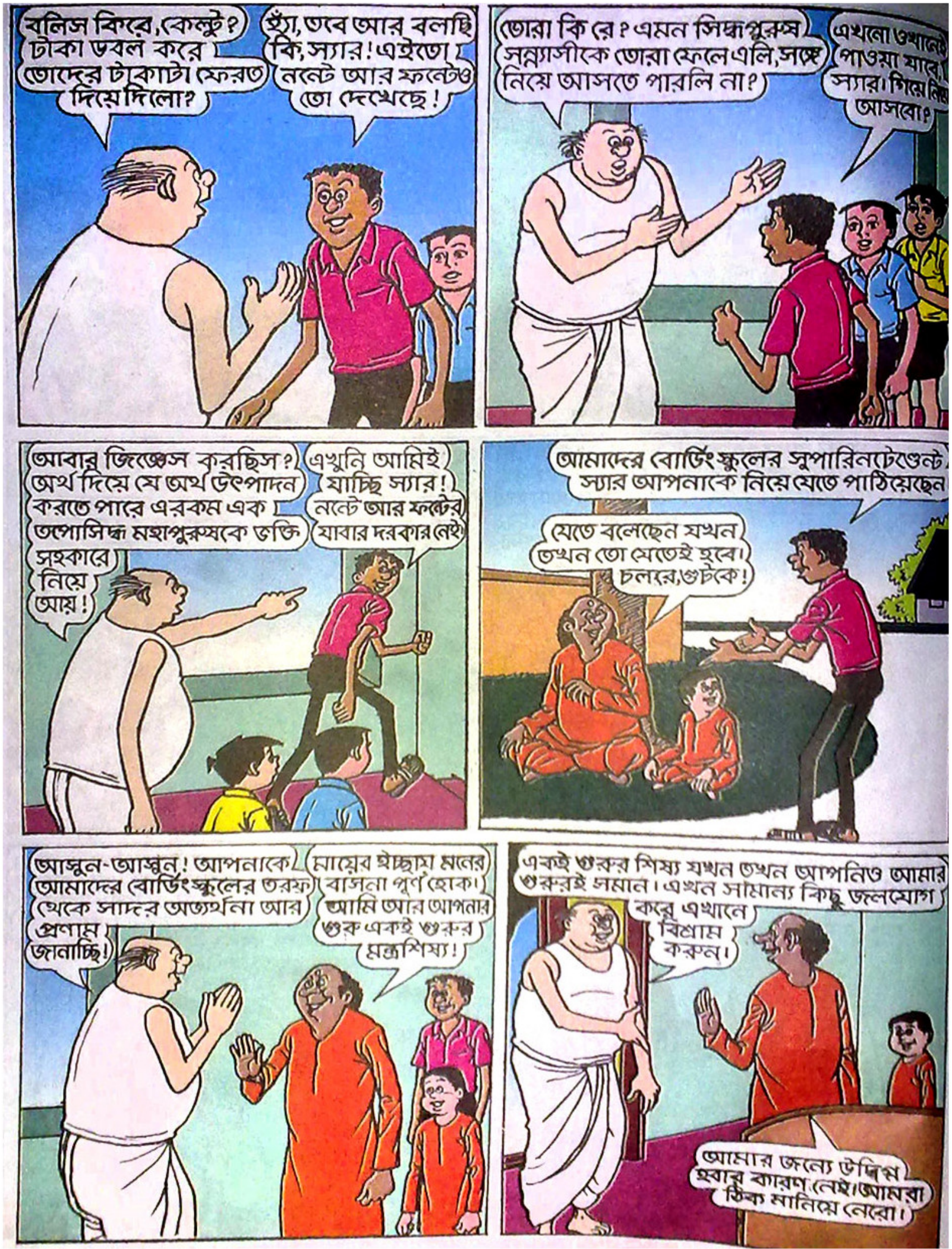
বলিস কিরে, কেল্টু? টাকা ডবল করে তোদের টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলো?
হ্যাঁ, তবে আর বলছি কি, স্যার! এইতো নন্টে আর ফন্টেও তো দেখেছে!
তোরা কি রে? এমন সিদ্ধপুরুষ সন্ন্যাসীকে তোরা ফেলে এলি, সঙ্গে নিয়ে আসতে পারলি না?
এখনো ওখানেই পাওয়া যাবে, স্যার। গিয়ে নিয়ে আসবো?
আবার জিজ্ঞেস করছিস? অর্থ দিয়ে যে অর্থ উৎপাদন করতে পারে এরকম এক তপোসিদ্ধ মহাপুরুষকে ভক্তি সহকারে নিয়ে আয়!
এখুনি আমিই যাচ্ছি স্যার! নন্টে আর ফন্টের যাবার দরকার নেই
আমাদের বোর্ডিং স্কুলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্যার আপনাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন
যেতে বলেছেন যখন তখন তো যেতেই হবে। চলরে, গুটকে!
আসুন-আসুন! আপনাকে আমাদের বোর্ডিংস্কুলের তরফ থেকে সাদর অভ্যর্থনা আর প্রণাম জানাচ্ছি!
মায়ের ইচ্ছায় মনের বাসনা পূর্ণ হোক। আমি আর আপনার গুরু একই গুরুর মন্ত্রশিষ্য!
একই গুরুর শিষ্য যখন তখন আপনিও আমার গুরুরই সমান। এখন সামান্য কিছু জলযোগ করে এখানে বিশ্রাম করুন।
আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। আমরা ঠিক মানিয়ে নেবো।

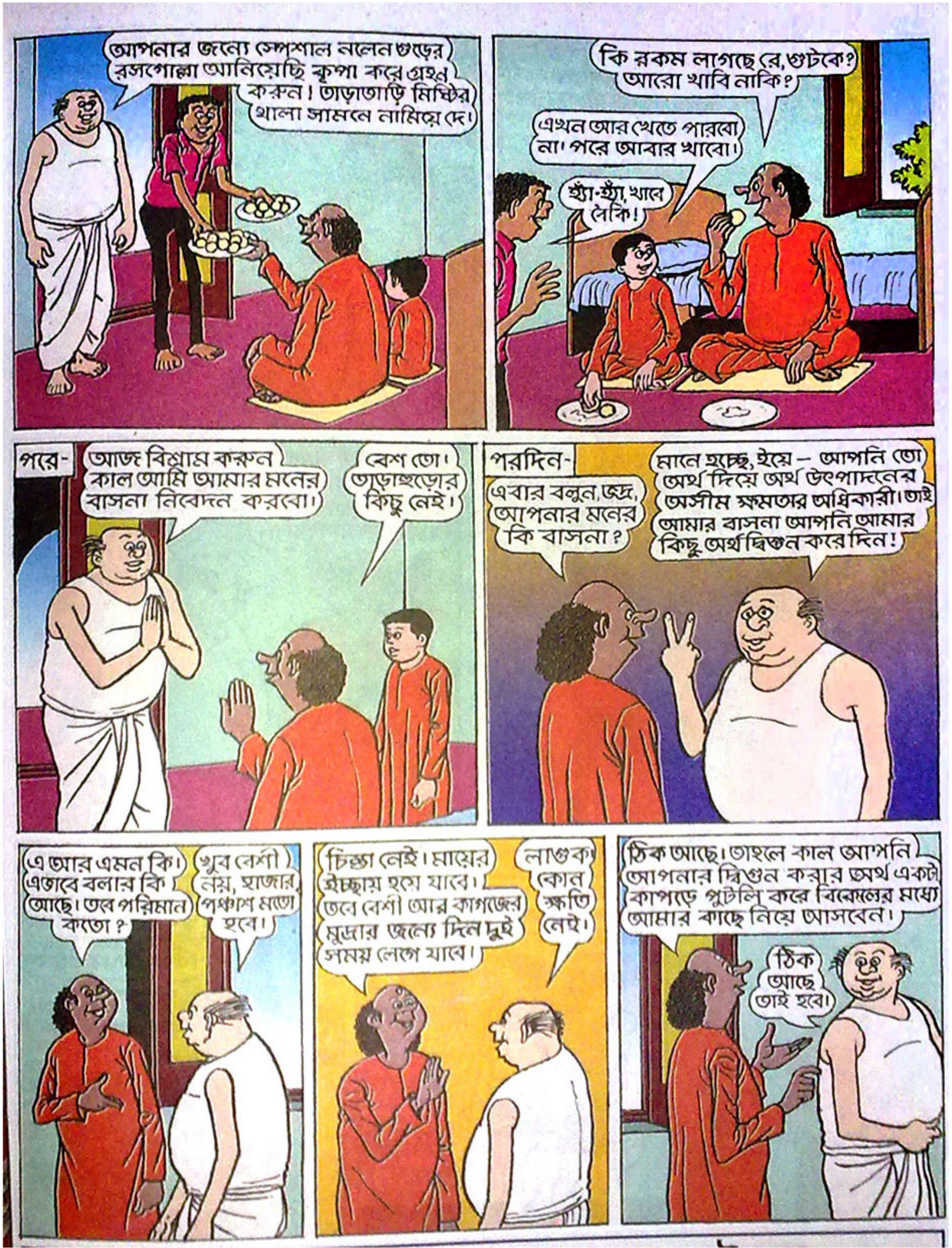
আপনার জন্যে স্পেশাল নলেন গুড়ের রসগোল্লা আনিয়েছি কৃপা করে গ্রহণ করুন। তাড়াতাড়ি মিষ্টির থালা সামনে নামিয়ে দে।
কি রকম লাগছে রে, গুটকে? আরো খাবি নাকি?
এখন আর খেতে পারবো না। পরে আবার খাবো।
হ্যাঁ-হ্যাঁ, খাবে বৈকি!
পরে-
আজ বিশ্রাম করুন কাল আমি আমার মনের বাসনা নিবেদন করবো।
বেশ তো। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।
পরদিন-
এবার বলুন, জ্জ্ঞ, আপনার মনের কি বাসনা?
মানে হচ্ছে, ইয়ে – আপনি তো অর্থ দিয়ে অর্থ উৎপাদনের অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাই আমার বাসনা আপনি আমার কিছু অর্থ দ্বিগুন করে দিন!
এ আর এমন কি। এভাবে বলার কি আছে। তবে পরিমান কতো?
খুব বেশী নয়, হাজার পঞ্চাশ মতো হবে।
চিন্তা নেই। মায়ের ইচ্ছায় হয়ে যাবে। তবে বেশী আর কাগজের মুদ্রার জন্যে দিন দুই সময় লেগে যাবে।
লাগুক। কোন ক্ষতি নেই।
ঠিক আছে। তাহলে কাল আপনি আপনার দ্বিগুন করার অর্থ একটা কাপড়ে পুটলি করে বিকেলের মধ্যে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।
ঠিক আছে তাই হবে।

পরদিন বিকেলে-
পঞ্চাশহাজার টাকা ডবল হবে! ভাবতেও মন খুশিতে মন ভরে উঠছে। ব্যাঙ্কে রাখলে ডবল কবে হতো তার ঠিক নেই। এ একেবারে এক রাতেই দ্বিগুন!

এই নিন আপনার কথা মতো আমার সঞ্চিত অর্থ পঞ্চাশ হাজারের পুঁটলি!
বাঃ! ঠিক আছে দিন আমার হাতে দিন।

শোন, কেলুরাম! কিছু ভালো সন্দেশ আর ফুলের যোগাড় রাখবে। এটা দুতিন মুহূর্তের ব্যাপার নয়। এটাতে মায়ের নামে ক্রিয়া কর্ম করতে হবে।
কিছু ভাববেন না। সব জোগাড় হয়ে যাবে।

ভাবছি আজ রাতেই ক্রিয়া কর্মে বসবো। তবে ঘরে শুধু আমি আর গুটকে থাকবো। আর কেউ থাকবেনা।
ঠিক আছে, থাকুক চাইও না। আমি চাই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব অর্থ দ্বিগুন হোক।

চলরে গুটকে। ঘরে গিয়ে সব তোড়জোড় করতে হবে।
তাই চলুন গুরুদেব।

বেশ কিছুক্ষণ পর-
দেখেছিস, নন্টে! কেলটো সব কৃতিত্ব একা নিতে চাইছে, গুটকের সঙ্গে লেপটে রয়েছে।
ঐতো ওদের ঘর। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ওরা কি করছে!

তখন ঘরে-
তোর হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার আসল নোটের পুঁটলি আর আমার হাতে ওর ডবল স্রেফ সাদা কাটা কাগজের পুঁটলি। এবার কি বুঝলি রে, গুটকে?
সাদা কাগজের পুঁটলি রেখে আসল নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবো।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার রে, নন্টে! এরা হচ্ছে ঠকবাজ! লোভ দেখিয়ে স্যারের টাকা হাতাবার তাল করেছে। এটা আটকাতেই হবে।
দাঁড়া, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে!
আমরা একটা নকল পুঁটলি তৈরি করে মওকা বুঝে টাকার পুঁটলি সরিয়ে নকল পুঁটলি রেখে আসবো।
দারুণ প্ল্যান!
সেইমতো-
আমি কেলুরামকে একটু তুড়ুং দিয়ে আসি তুই পুঁটলির কাছে থাক।
এই মওকা ফন্টে!
এই গুটকে, রসগোল্লা খাবি?
হ্যাঁ, খাবো।
তাহলে শিগগির চলে আয়।
তখন আরো চেয়েছিলি কিন্তু দেয়নি, এখন আমি দিচ্ছি খা।
উলস! রসগোল্লাগুলো কি ভালো!
ব্যাটা ঠক জেকধারী জানতেও পারলোনা যে কি ঘটে গেলো!
হ্যাঁ, খাটের তলাতেই থাক। ভোর রাতে কেটে পড়ার সময় তুলে নিয়ে যাবো। এবার বেশ মোটা টাকা হাতানো যাবে রে, গুটকে!
মধ্যরাতে-
মিস্টি আর মালা দাও। এবার কাজে বসবো। চলুন, ভিতরে দাঁড়াবেন।
এই নিন।
শুরু হলো অর্থ ডবলের প্রক্রিয়া-
হিংটিং ছট-অর্থ ডবল হোক ঝটপট। অং বং চং অর্থ ডবলং ডবলং ডবলং।

একঘণ্টা পর-
ক্রিয়াকর্ম শেষ, এই নিন প্রসাদ। খেয়ে এখন শুয়ে পড়ুন। এখন দরজা বন্ধ। কাল সকালে খুব ভক্তি সহকারে পুঁটলি খুলবেন, চলরে, গুটকে
আমরাও একটু ঘুমিয়ে নিই।
কখন সকাল হবে রে, কেলটু? তর আর সইছেনা। এদিকে আবার একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে!
আমারও, স্যার!
এদিকে ভোর রাত্রে-
পা চালা, গুটকে ভোর হওয়ার আগেই এই তল্লাট ছেড়ে যেতে হবে। আমি অবশ্য প্রসাদে চেতনা হরণ চূর্ণ মিশিয়ে দিয়েছি সহজে ওদের ঘুম ভাঙবে না।
পরদিন সকালে-
ওঃ! জোর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পুঁটলিটা বেশ বড়বড় লাগছে। এবার খুলে দেখি পাঁচটা বাণ্ডিল কেমন দশটা হয়ে আছে!
খুলতেই-
একি! টাকা কোথায়? এতো খবরের কাগজ কাটা টুকরোর বাণ্ডিল! ওরে- কেলটু!
কি হলো, স্যার? টাকা ডবল হয়েছে স্যার?
দ্যাখ, একটা ঠক এনে তুলেছিলি আমাদের বুদ্ধু বানিয়ে কাগজের বাণ্ডিল রেখে আসল টাকা নিয়ে পালিয়েছে!
না, স্যার! পারেনি! এইযে আপনার আসল টাকার পুঁটলি। ওরা যেটা নিয়ে গেছে সেটা আপনার মতোই পুঁটলি!
ওঃ! তোরা বাঁচালি! দে, পুঁটলিটা দে।
তোর জন্যেই এটা হতে যাচ্ছিলো, কেলটু। গুরুতর বিবেচনা করে তোকে মনিটরিত্ব থেকে খারিজ করে নন্টে আর ফন্টেকে দিলুম। আর যে টাকা রক্ষা পেলো তার থেকে কিছু নিয়ে পিকনিক হবে, কিন্তু কেলটু বাদ।
আমাদের স্যার যুগ যুগ জীও!